বিমানবন্দরে পড়ে পিপিই কিট

স্বাস্থ্যবিধি শিকেয়

- বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে না
- তাঁদের ব্যবহার করা পিপিই কিট, গ্লাভস, মাস্ক যেখানে–সেখানে পড়ে রয়েছে
- সেগুলি ফেলার জন্য কোনও স্থান বা পাত্র নির্দিষ্ট করা নেই

বাগডোগরা, ৩ মে : উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম বিমানবন্দর বাগডোগরা। রোজই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীরা হাজির হচ্ছেন এখানে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই বিমানবন্দরে স্বাস্থ্যবিধি শিকেয় ওঠার অভিযোগ উঠেছে। যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা যেমন হচ্ছে না, তেমনই তাঁদের ব্যবহার করা পিপিই কিট, গ্লাভস ইত্যাদি যেখানে- সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় যাত্রী থেকে শুরু করে বিমানবন্দর কর্মী, ট্যাক্সিচালকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

যে কোনও বায়োমেডিকেল বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থান বা পাত্রে ফেলার নিয়ম রয়েছে, যাতে সেসব থেকে কোনওভাবেই সংক্রমণ ছড়াতে না পারে। কিন্তু বাগডোগরা বিমানবন্দরে সেরকম নির্দিষ্ট স্থান অথবা পাত্র চিহ্নিত করা নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি এই বিষয়ে যাত্রীদের সচেতন করার কোনও উদ্যোগও নেই। ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা যাত্রীরা ট্যাক্সিতে ওঠার আগে পিপিই কিট, মাস্ক, গ্লাভস, ফেসশিল্ড খুলে যেখানে–সেখানে ফেলে রাখছেন। আবার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সেগুলি ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের এক কোনায় জমা করে রাখছে। সেখান থেকেই ফের সেগুলি ফের ছড়িয়ে- ছিটিয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ।

বিমানবন্দরের কর্মীদের অভিযোগ, এখানে করোনাবিধি যেমন মানা হচ্ছে না, তেমনই কোনও যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন রাজ্য থেকে যাতায়াত করা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কোনও স্বাস্থ্যকর্মী নেই বলে তাঁদের অভিযোগ। সব বিমানবন্দরেই যাত্রী পরিষেবার অঙ্গ হিসাবে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এমআই রুম থাকলেও সেখানে চিকিৎসক বা নার্স নেই। কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরুর বিমানে ওঠার আগে এক যাত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা পেলে তাঁকে বাঁচানো যেত বলে কর্মীদের ধারণা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা সবকিছু দেখেশুনেও চোখ–কান বন্ধ করে থাকছি। অনেক দিন থেকেই যাত্রী পরিষেবা তলানিতে ঠেকে গিয়েছে।' বিমানবন্দর পুলিশ ফাঁড়ির এক আধিকারিক বলেন, 'যাত্রীদের ব্যবহার করা পিপিই কিট, ফেসশিল্ড, মাস্ক, গ্লাভস যেখানে–সেখানে পড়ে থাকায় আমরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।' ট্যাক্সিচালক সমীর বিশ্বকর্মা বলেন, 'অবস্থা দেখে আমাদের ভয় হচ্ছে।'

এ বিষয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর সুব্রহ্মমণি পি বলেন, 'ওখানে পিপিই কিটগুলি জমা করা হয়েছে ডিসপোস করার জন্য।' তবে অন্য কোনও বিষয়ে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।

বাগডোগরা বিমানবন্দর চত্বরে পড়ে রয়েছে পিপিই কিট। ছবি : খোকন সাহা

ফের কোপ টয়ট্রেনে, ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩ মে : ফের কোপ পড়ল টয়ট্রেনে। দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অন্যান্য রেল পরিষেবা চালু থাকলেও দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দিল রেল। গত ১ তারিখই বিবৃতি দিয়ে রেলের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ডিএইচআরের পক্ষ থেকে ডিরেক্টর একে মিশ্রা জানিয়েছেন, আগামী ১৫ মে পর্যন্ত টয়ট্রেনের জয় রাইড পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। রেলের এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই টয়ট্রেনপ্রেমীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। কোভিড পরিস্থিতির দোহাই দিলে বাকি ট্রেন পরিষেবা কী করে চালু রাখা হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। আর রেলের এই সিদ্ধান্তে অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ছয় মাস পরপর এভাবে পরিষেবা বন্ধ করে দিলে ডিএইচআরের হেরিটেজ তকমা ধরে রাখাটাই রেলের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

> “আগামী ১৫ মে পর্যন্ত টয়ট্রেনের জয় রাইড পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে।
>
> –একে মিশ্র
> *ডিরেক্টর, ডিএইচআর*

পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় থেকে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল টয়ট্রেন। এরপর ধীরে ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির জেরে গত বছরের মার্চ মাসে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর একসময় গোটা দেশে আনলক প্রক্রিয়া শুরু হলেও অজ্ঞাত কারণে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধই রয়ে যায়। দীর্ঘদিন চিঠি চালাচালি করে রেলকে রাজি করানো হলেও সেই সময় রাজ্যের ছাড়পত্র না মেলায় টয়ট্রেন পরিষেবা শুরু করা যায়নি। পরে তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের কাছে দরবার করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা রাজ্যের ছাড়পত্র আদায় করেন। সেইমতো গত বছর পুজোর পর থেকে দার্জিলিং থেকে ঘুম রুটে কয়েকটি জয় রাইড পরিষেবা শুরু করে রেল। যাত্রী নেই এই দোহাই দিয়ে বাকি পরিষেবা বন্ধই রাখা হয়। যা নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। তার ছয় মাসের ব্যবধানেই ফের টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দিল রেল।

রেল সূত্রে খবর, আগামী ১৫ মে পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ থাকছে। কোভিডের দোহাই দিয়ে পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা বলা হলেও যাত্রীসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়াতেই টয়ট্রেন বন্ধ রাখা হয়েছে বলে ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য যাত্রীবাহী ট্রেন চললেও কেন টয়ট্রেন বন্ধ রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এভাবে দিনের পর দিন টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হলে ডিএইচআর হেরিটেজের তকমা হারাতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল, চিড়িয়াখানায় প্রবেশ নিষেধ

শিলিগুড়ি, ৩ মে : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের তীব্রতা বাড়তেই রাজ্যের সমস্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও চিড়িয়াখানায় পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দিল বন দপ্তর। গত ৩০ তারিখ একটি নির্দেশিকায় সমস্ত চিড়িয়াখানা, ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বন দপ্তরের অধীন সমস্ত পার্কে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্যানিটাইজেশনের ওপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশিকা আসা মাত্র গত রবিবার থেকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত পার্ক বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিরেক্টর বাদল দেবনাথ।

করোনা মহামারির শুরুতে গত বছরও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক করছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত কয়েকদিনে করোনা মহামারি ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় পার্কে পর্যটকসংখ্যাও অনেকটাই কমে গিয়েছিল। দিনে ১০০ জন পর্যটকও না আসায় কর্তৃপক্ষকে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছিল। এই অবস্থায় রাজ্যের নির্দেশ আসায় আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় ফের রাজ্যের সমস্ত সংরক্ষিত জঙ্গলও পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য বন দপ্তরের চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন বিনোদকুমার যাদব। এছাড়াও বন দপ্তরের যে সমস্ত বনবাংলো রয়েছে সেখানেও আর পর্যটকরা থাকতে পারবেন না।

করোনা মহামারির জেরে গত বছর মার্চ মাস থেকে জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর। প্রায় ছ'মাস জঙ্গল বন্ধ থাকার পর পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কিছু বিধি মেনে ফের জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস পরিষেবা স্বাভাবিক থাকার পর ফের করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল পরিস্থিতি। সংক্রমণ ঠেকাতে তাই এবার ফের জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করল বন দপ্তর। রাজ্য বন দপ্তরের চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন জানান, জঙ্গলের বিভিন্ন নজরমিনার, চিড়িয়াখানা, বিভিন্ন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বনবাংলোয় পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকছে। তাছাড়া বন দপ্তরের কর্মচারীদের সতর্ক করে সমস্ত কোভিডবিধি মেনে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

করোনার জেরে এমনিতেই মুখ থুবড়ে পড়েছে পর্যটন ব্যবসা। আবার জঙ্গল বন্ধ হওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কয়েক লক্ষ মানুষ।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

করণদিঘি, ৩ মে : সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ করণদিঘি ব্লকের টুঙ্গিদিঘিতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্যাংকারের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক সাইকেলচালকের। মৃতের নাম দিনু সিংহ (৫৪)। তাঁর বাড়ি পুঠিমারি গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দা গঙ্গারাম কিসকু বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়।' মৃতদেহ উদ্ধার করে করণদিঘি হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ট্যাংকারটি আটক করা হলেও চালক পলাতক।

দোমোহনা বাজারে ২ দোকানে আগুন

করণদিঘি, ৩ মে : সোমবার ভোরে প্রায় পৌনে চারটা নাগাদ করণদিঘি ব্লকের দোমোহনা বাজারে আগুন লেগে পুড়ে গেল দুটি মিষ্টির দোকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। ডালখোলা থেকে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন, শ্যামল সাহা ও সুরেশ সাহা নামে দুই ভাইয়ের পাশাপাশি মিষ্টির দোকান ছিল।

দেহ উদ্ধার

করণদিঘি, ৩ মে : সোমবার করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া স্কুলপাড়ায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। স্থানীয় গোরুহাটির পাশে এক দোকানের বারান্দায় ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দেহ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

'উন্নয়ন' করেও চা বাগানে ভোট পায়নি তৃণমূল

মাদারিহাট, ৩ মে : রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের যা ফল হয়েছে, তা কিন্তু মেলেনি আলিপুরদুয়ার জেলায়। এখানে পাঁচটি বিধানসভা আসনের মধ্যে একটিতেও দাঁত বসাতে তৃণমূল। সবকটিতেই পদ্মফুলের জয়জয়কার। চা বলয়ে দলের এই ফলাফলের কারণ খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। কাজ করেও নাকি তারা ভোট পায়নি, এমনটাই দাবি ঘাসফুল শিবিরের।

মাদারিহাট থানার মুজনাই চা বাগানের প্রায় ৮০০ শ্রমিককে রাজ্য সরকার চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর দিয়েছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এই বাগানের চারটি বুথেই বিজেপি লিড দিয়েছে। বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা পেয়েছেন ১২০৫টি ভোট আর তৃণমূল প্রার্থী রাজেশ লাকড়া পেয়েছেন ৭৮২টি ভোট। শুধু এই বাগানেই যে তৃণমূল প্রার্থী রাজেশ লাকড়া কম ভোট পেয়েছেন এমনটা নয়। প্রায় ২৩টি চা বাগানেই লিড পেয়েছেন মনোজ টিগ্গা।

এদিকে, মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬টি বুথের মধ্যে ছেকামারি ও মধ্য খয়েরবাড়িতে তৃণমূলের প্রার্থী লিড পেয়েছেন। বাকি ১৪টি বুথেই বিজেপি লিড পেয়েছে। অথচ মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে রয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করে নেওয়ার জন্য যা ঘটেছে, তা স্থানীয়রা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। আবার লাগামছাড়া দুর্নীতি ও বেশকিছু নেতার ভাবমূর্তির অভাব তৃণমূলের ভোট কম পাওয়ার জন্য কিছুটা দায়ী। আবার রাজেশ লাকড়া বহিরাগত প্রার্থী বলেও অনেক তৃণমূল কর্মী মেনে নিতে পারেননি।

মনোজ টিগ্গা ২০১৬ সালে ২২ হাজার ৩৮ ভোটে জিতেছিলেন। আর এবার ব্যবধান বেড়ে হয়েছে ২৯ হাজার ৬৮৫টি ভোট। মনোজবাবু বলেন, আগের তুলনায় সংগঠন মজবুত হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিক সহ সাধারণ মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।'

> “প্রচুর কর্মী চুপচাপ বসে ছিলেন। এমনকি বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা নিয়েও ভাবতে হবে।
>
> –শৈবাল ভট্টাচার্য
> *সভাপতি, তৃণমূলের মাদারিহাট অঞ্চল কমিটি*

> “শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। আর এই শুরু করার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার সময় হয়েছে।
>
> –সুনীল বণিক
> *সম্পাদক, আরএসপি আলিপুরদুয়ার জেলা*

তৃণমূলের মাদারিহাট অঞ্চল কমিটির সভাপতি শৈবাল ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রচুর কর্মী চুপচাপ বসে ছিলেন। এমনকি বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা নিয়েও ভাবতে হবে। দলে থেকে যাঁরা দলবিরোধী কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। এইসব ব্যাপারে ৪ মে আমাদের বৈঠক রয়েছে।

আরএসপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল বণিক বলেন, 'এবার আমাদের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। আর এই শুরু করার দায়িত্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। এই জোট মেনে নেয়নি বাম সমর্থকদের একাংশ।'

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে উদ্যোগ

দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কমবে

চ্যাংরাবান্ধা, ৩ মে : জমিজট মিটলেই মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ নিয়ে প্রশাসন এবং বিএসএফের তরফে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। কিছু জায়গায় কাজও হয়েছে।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সীমান্তে উন্মুক্ত স্থানে কাঁটাতারের বেড়ার কাজ করা হয়েছে। এই অংশে অনেক আগেই বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর তরফে এই কাজ নিয়ে আপত্তি তোলায় প্রায় দশ বছর ধরে কাজটি থমকে ছিল। বাংলাদেশের তরফে সীমান্তের ১৫০ মিটারের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে একাধিকবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। এরপর বাংলাদেশের তরফে সবুজ সংকেত মেলার পরেই এই অংশে কাজ শুরু করা হয়। এই কাঁটাতারের বেড়ার কাজ বর্তমানে সম্পন্ন হওয়ার পথে। যা নিয়ে খুশি সীমান্তবাসী। তাঁদের অভিযোগ, সীমান্তের এই উন্মুক্ত এলাকা দিয়েও চোরাচালানের চেষ্টা চলত। তাই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়ার কারণে এই পথে চোরাচালান ও গোরু পাচার বন্ধ হবে। বিএসএফের কাজেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় খোলা সীমান্ত রয়েছে। এই অংশের পাশাপাশি ধীরে ধীরে নদীসংলগ্ন উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকাতেও কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে। উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেবার বিষয়ে প্রশাসনের তৎপরতার খবরে খুশি সীমান্তবাসী। কারণ, এই খোলা সীমান্ত পাচারকারীদের করিডর হয়ে রয়েছে। সেখান দিয়ে গোরু পাচার হয়।

চ্যাংরাবান্ধা বাজারের পিছন দিকে বিএসএফ ক্যাম্প থেকে পানিশালা এলাকা অবধি প্রায় তিন কিলোমিটার অংশে বর্তমানে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেখানে বেড়ার জন্য সমীক্ষার কাজ করা হয়েছে। জমি চিহ্নিত করে রিপোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছেছে। তাই এই অংশেও বেড়া দেওয়ার বিষয়ে প্রক্রিয়া চলছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই চ্যাংরাবান্ধার পানিশালা সংলগ্ন এলাকায় উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু জমিজট এবং আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের জটিলতার কারণে সেই কাজটি থমকে যায়। ফের এ নিয়ে চেষ্টা চলছে।

> “মেখলিগঞ্জ ব্লকেও উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে। সেইসব অংশে কাঁটাতারের বেড়ার সমস্যা দ্রুত মেটার বিষয়ে আশা করা হচ্ছে। আর এই উন্মুক্ত সীমান্তে বেড়া হয়ে গেলে নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।
>
> –বিএসএফ আধিকারিক

বিএসএফের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিক বলেন, 'মেখলিগঞ্জ ব্লকেও উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে। সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও অবগত রয়েছেন। সেইসব অংশে কাঁটাতারের বেড়ার সমস্যা দ্রুত মেটার বিষয়ে আশা করা হচ্ছে। আর এই উন্মুক্ত সীমান্তে বেড়া হয়ে গেলে নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender ID: **2021_MAD_330478_1**
Executive Engineer, M. E. Dte., Malda Division, invites online tender from Bonafide agencies. Start date & time of application is 29/04/2021 from 14:00 Hrs. Last date & time of application is 07/05/2021 upto 14:00 Hrs. Other details may also be seen from the website **https://wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, M. E. Directorate**
ICA-T5295(4)/2021

NOTICE INVITING TENDER
CMOH Darjeeling cum Secretary, DHFWS, SMP invites Tender vide No. : 1133/CMOH/SLG/2021 Dated 03/05/2021. **Extension work for MGPS at COVID ward of Siliguri DH** for COVID 19 Patients Treatments, the office of the undersigned. Availability of the tender forms would commence and close on 03/05/2021 & 06/05/2021 (will close at 2.00 p.m.) respectively from the office of the undersigned.
S/d -
Chief Medical Officer of Health Darjeeling

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender ID: **2021_MAD_330478_1**
Executive Engineer, M. E. Dte., Malda Division, invites online tender from Bonafide agencies. Start date & time of application is 29/04/2021 from 14:00 Hrs. Last date & time of application is 07/05/2021 upto 14:00 Hrs. Other details may also be seen from the website **https://wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, M. E. Directorate**
ICA-T5296(3)/2021

NOTICE INVITING TENDER
CMOH Darjeeling cum Secretary, DHFWS, SMP invites Tender vide No. : 1134/CMOH/SLG/2021 Dated 03/05/2021. **Extension work for MGPS at COVID ward of Darjeeling DH** for COVID 19 Patients Treatments, the office of the undersigned. Availability of the tender forms would commence and close on 03/05/2021 & 06/05/2021 (will close at 2.00 p.m.) respectively from the office of the undersigned.
S/d -
Chief Medical Officer of Health Darjeeling

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Jalpaiguri Division, MED invites e-tender on behalf of Govt. of WB for 6 nos canal cleaning & Fencing works in Jalpaiguri, Haldibari & Mekhligaunj municipal area.
The tender ID are-
2021_MAD_330465_1,
2021_MAD_330465_2,
2021_MAD_330465_3,
2021_MAD_330465_4,
2021_MAD_330465_5,
2021_MAD_330465_6.
Bid Submission End Date:-10/05/21 12 HRs. Details available in website- **www.wbtenders.gov.in** Sd/-Executive Engineer, Jalpaiguri Division, MED
ICA-T5297(4)/2021

ব্রিজের কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ০২-ইএনজিজি-আর এনওয়াই-২০২১-২২, তারিখ ৩০-০৪-২০২১; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ কাঠালপুখুরি–সিলানিবাড়ি শাখায় পার্মানেন্ট ডাইভারশন সহ ২৮০/৬-৭-এ বর্তমান ব্রিজ নম্বর ৬০৩-এ ২×৩০.৫ এম স্প্যানের থ্রু টাইপ ওডব্লুজি-এর প্রস্তাবিত রিবিল্ডিং (পিবি#৩৫০/২০২০-২১/এনএফআর) (দুই প্যাকেট সিস্টেম); **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯,৬২,৩২,৪৯৪.৬৯ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১-০৫-২০২১** তারিখে **দুপুর ১টায়। টেন্ডার খোলার তারিখ, সময় ও স্থান** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়ার অফিসে **২১-০৫-২০২১** তারিখে **দুপুর ৩টা।** উক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ **২১-০৫-২০২১-এ দুপুর ১টা** পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

স্পেশাল ট্রেনের চলাচল (এক দিকে)
যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে একদিকে (ওয়ান ওয়ে) স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেন দিল্লি থেকে গুয়াহাটি (কামাখ্যার পরিবর্তে) ০৭-০৫-২০২১ তারিখে চলবে।
ট্রেন নম্বর ০৪৪৯৬ দিল্লি–গুয়াহাটি সামার স্পেশাল এক্সপ্রেস দিল্লি থেকে ০৭-০৫-২০২১ তারিখে

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	তারিখ
দিল্লি	—	২৩.১৫	০৭-০৫-২০২১
কানপুর সেন্ট্রাল	০৬.০০	০৬.০৫	০৮-০৫-২০২১
ফতেপুর	০৭.১০	০৭.১২	
প্রয়াগরাজ জংশন	০৮.৪০	০৮.৫০	
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন	১১.৫০	১২.০০	
বক্সার	১৩.০০	১৩.০২	
আরা জংশন	১৩.৪৩	১৩.৪৫	
দানাপুর	১৪.৪৫	১৪.৪৭	
পাটলিপুত্র	১৫.১৮	১৫.২০	
বারাউনি জংশন	১৮.২০	১৮.৩০	
বেগুসরাই	১৮.৫০	১৮.৫২	
খাগারিয়া জংশন	১৯.২৮	১৯.৩০	
মানসি জংশন	১৯.৪৫	১৯.৪৭	
নওগাছিয়া	২০.৩৩	২০.৩৫	
কাটিহার জংশন	২২.৩৫	২২.৪৫	
বারসোই জংশন	২৩.২৮	২৩.৩০	
কিষাণগঞ্জ	০০.৩০	০০.৩৫	০৯-০৫-২০২১
নিউ জলপাইগুড়ি	০২.৪০	০৩.০০	
জলপাইগুড়ি রোড	০৩.২৩	০৩.২৫	
নিউ কোচবিহার	০৪.৪০	০৪.৪৫	
নিউ আলিপুরদুয়ার	০৫.০৫	০৫.০৭	
কোকরাঝাড়	০৬.০৮	০৬.১০	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	০৭.২০	০৭.৩০	
বরপেটা রোড	০৮.০৮	০৮.১০	
রঙ্গিয়া	০৯.১৩	০৯.১৫	
কামাখ্যা	১০.৪০	১০.৪৫	
গুয়াহাটি	১১.১৫	—	

গঠন ঃ এসি-৩ টায়ার (দুই), স্লিপার শ্রেণী (পনেরো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (পাঁচ) এবং এসএলআরডি (দুই) = ২৪টি কোচ।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Bina Mohit Memorial School Coochbehar
PGT Required for Economics, Accountancy, Philosophy, History & Political Science, Qualification :- Masters with B.Ed., Send your resume by 15.05.2021 at **binamohitmemorialschool@rediffmail.com**

হোম ডেলিভারি

বাঙালি ঘরোয়া খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 'রসনা বিলাস' Lunch, Dinner, Veg., Non Veg. Food Home Delivery করা হয়। যে কোনও অনুষ্ঠানের অর্ডার নেওয়া হয়। যোগাযোগ : 9564075386, 73840 23122. (C/93341)

বিক্রয়

শালুগাড়া, প্রকাশনগর, ভেগা মলের পেছনে 5 Kattha জমি বিক্রয় রয়েছে। M : 9832017116- শিলিগুড়ি।

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস–বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, OD, CC লোন করা হয়। (M) 97751-37242. (C/93295)

কর্মখালি

আপনি কি অল্প সময় কাজ করে বেশি আয় করতে চান ? বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। আগ্রহীরা যোগাযোগ : 96476-10774. (C/93295)

শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (5`-7``)। থাকা ফ্রি+খাওয়ার ব্যবস্থা। 9,000/- 10,000/-। (M) 98324-89908. (C/93295)

টার্মিনাল–এ চাকরি। দশম– দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছেলে/ মেয়ে প্রয়োজন। বেতন : প্রতি মাসে ২৫৫০০– ৭৫৫০০ টাকা। হেল্পার, চেকার, লোডার, গার্ড (থাকা এবং খাওয়া সহ)। # 8588802554. (DHL)

কাজের জন্য লোক চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন - 9433691437. (C/93294)

আর্জেন্ট, অনলাইন প্রোডাক্ট ডেলিভারি বয়ের কাজের জন্য ছেলে চাই, বয়স (18-50), বাইক থাকা চাই। মাসিক বেতন 12,000/- টাকা। স্পট জয়েনিং। কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি। (M) 8001870954. (C/93294)

আর্জেন্ট ভ্যাকান্সি

উঃ বঙ্গের 7টি জেলার জন্য Pvt. ব্যাংক (DSA)–এ বিভিন্ন পোস্টে বিভিন্ন বেতনে ২১৩ জন কর্মপ্রার্থী নিয়োগ করা হচ্ছে। বয়স 18- 40, বেতন (16,300-29,700)। শীঘ্র যোগাযোগ : 9593754511. (C/93294)

হারানো প্রাপ্তি

সম্প্রতি আমার পিতা আসকরণ পুগলিয়া/পিতা অমর চাঁদ পুগলিয়া যাঁর জমির দলিলের নং 9289/19 N/C 393/19 পৃষ্ঠা নং 16 হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন – রুপেশ কুমার পুগলিয়া, রাজমাতা দিঘির নিকট, দীপান্বিতা গ্যাস সার্ভিসের বিপরীতে, কোতোয়ালি কোচবিহার। (M) 9434754433. (C/92579)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনো এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ